H.S 1st Year

Sub- BENGALI (Adv.)

সাহিত্যের ইতিহাস

শিবায়ন – (রামেশ্বর ভট্টাচার্য, চৈতন্য পরবর্তী)—মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারার একটি ধারা হল শিবায়ন কাব্যের ধারা। এই ধারায় স্থান পেয়েছে শিব প্রসঙ্গে প্রচলিত লৌকিক কাহিনি, শিবের কৃষকরূপ এবং তাঁকে কেন্দ্র করে আদিরসের বিভিন্ন কাহিনি। এই ধারার প্রধান কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য মেদিনীপুর জেলার লোক ছিলেন। ঐ জেলার কর্ণগড়ের ভূস্বামীর আশ্রমে তিনি কাব্য রচনা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি শিবায়ন বা শিবকীর্তন কাব্য লিখেছেন। আটটি পালায় কাব্যটি বিভক্ত।

প্রথম তিন পালার কাহিনি অনেকাংশে পুরাণানুসারী। কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকেও তিনি বিষয় চয়ন করেছেন। চতুর্থ পালায় বিশেষ করে স্থান পেয়েছে নানাবিধ ভক্তিতত্ত্বের কথা। পঞ্চম পালায় শিবের গার্হস্থ্যজীবন--- তাঁর ভীক্ষা-জীবিকা, দারিদ্র্য, গৌরীর সঙ্গে কলহ, প্রভৃতি। ষষ্ঠ পালায় স্থান পেয়েছে শিবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকার্য। সপ্তম পালায় স্থান পেয়েছে বাগদিনীর ছদ্মবেশে পার্বতীর সঙ্গে শিবের লীলা, পার্বতী-কর্তৃক শিবকে ছলনা। শেষ পালা—কবি এর নাম দিয়েছেন 'জাগরণ পালা'—এই পালায় স্থান পেয়েছে পার্বতীর শাঁখা পরার বাসনা, শিবের অসামর্থ্য, পার্বতীর পিত্রালয়ে গমন। অবশেষে শিব-পার্বতীর পুনর্মিলন।

এই কাব্যের ভাষা যথেষ্ট সহজ ও সরল। যেমন,---

"কার্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা।

হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হয়ে খা।।”

রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে বেশ কিছু প্রবাদের সার্থক ব্যবহার করেছেন। যেমন,---

“দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্রে গলাকাটা।”

ধর্মমঙ্গল—(ঘনরাম চক্রবর্তী, চৈতন্য পরবর্তী)—মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারার একটি ধারা হল ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধারা। এই ধারার অন্যতম মুখ্য কবি হলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। কবি ছিলেন বর্ধমানের লোক। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল কবিরত্ন।

ঘনরামের কাব্যে নানা গুণ আছে। তাঁর কাব্য আকারে বড়। প্রচলিত কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে পুরাণ থেকে সঙ্কলিত নানা প্রসঙ্গের বিবরণ দিয়েছেন কবি।

ঘনরামের রচনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। তবে সে পাণ্ডিত্য সাধারণত কবিত্বে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কবির ভাষা মার্জিত, সহজ-সরল এবং অলঙ্করণে পরিপূর্ণ। যেমন,---

“নিশি-আশে নয়নে ছাড়িল নিদ্রা মায়া।

জগতে জাগাবে যশ যদি জিন জায়া।।”

বীররসাত্মক চরিত্রগুলি ধর্মমঙ্গলকাব্যের একটি বিশেষ সম্পদ। ঘনরাম চক্রবর্তী এই চরিত্রগুলির মধ্যে মানবিক কোমলতা ও কারুণ্য সঞ্চারিত করেছেন। তাতে তাঁদের বীর্যে কোন ধরণের ত্রুটি ঘটেনি। মানবদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন বলেই কর্পূরধবলের ন্যায় ভীরু যুবকের বিপরীত ধারার চরিত্রাঙ্কনে তিনি সমান সাফল্য

RITA DEY

দেখিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ গড়ার এই কৃতিত্ব প্রশংসার বিষয়। বীরাঙ্গনা কানাড়ার প্রণয়-স্বাতন্ত্র্য, পতিতা সুরীক্ষার রহস্যময় চরিত্র, মহামদের বীর্যহীন খলতা, কালু ডোমের সরল বীরত্ব তিনি খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

চৈতন্যচরিতামৃত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী)--- কাটোয়ার কিছু উত্তরে প্রাচীন নৈহাটী গ্রামের কাছে ঝামটপুরে কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নিবাস ছিল। তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। -- এখানে খণ্ডের নাম লীলা। প্রত্যেক লীলা কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আদি লীলায় সতেরো পরিচ্ছেদ, মধ্য লীলায় পঁচিশ, অন্ত্য লীলায় বিশ। 'চৈতন্যচরিতামৃত' বাংলা সাহিত্যে প্রথম পঠনীয় গ্রন্থ ; অর্থাৎ অ-গেয় গ্রন্থ।

আদি লীলায় মুখবন্ধ, নিত্যানন্দতত্ত্ব, চৈতন্যের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যৌবনলীলা ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মধ্য লীলায় চৈতন্যের শেষ লীলার পূর্বাভাস, চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণ থেকে নীলাচলে উপস্থিতি, চৈতন্যের দক্ষিণ ভ্রমণ, রামানন্দ রায়ের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা, চৈতন্যের নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে মিলন, রাজা প্রতাপরুদ্রকে অনুগ্রহ, বেড়া-সংকীর্তন, রথাগ্রে নৃত্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিদায়, সার্বভৌম গৃহে ভোজন, গৌড়ে বন্দীশালা থেকে সনাতনের পলায়ন ও কাশীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন ---ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্ত্য লীলায় শিবানন্দ সেন ও পথের কুকুরের কাহিনি, রূপের নীলাচলে আগমন, তাঁর নাটক রচনা শুরু, হরিদাস ঠাকুরের কথা, সনাতনের নীলাচলে আগমন ও বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন, রঘুনাথ দাসের কথা, ভট্টের নীলাচলে আগমন, রামচন্দ্র পুরীর কথা, মহাপ্রভু রচিত শিক্ষাষ্টকের আস্বাদন --- ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

RITA DEY

'চৈতন্যচরিতামৃত' শুধু আখ্যান গ্রন্থ নয়, তত্ত্ব গ্রন্থও। এই গ্রন্থে চৈতন্যের জীবন কথার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যাবতার তত্ত্বকথা অঙ্গাঙ্গীভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত। এই কাব্যের ভাষা যথেষ্ট সহজ ও সরল। যেমন,---

"অকইতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বুনদ হেম

সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়

যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ।

বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়।"

কাশীরাম দাস – (চৈতন্য পরবর্তী) মহাভারতের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অনুবাদক কাশীরাম দাস বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত। 'দেব' বংশজাত কবি কাশীরাম 'দাস' নামে নিজ পরিচয়কে অমর করে গেছেন। তিনি মহাভারতকে বাঙালির জীবন কাব্যে পরিণত করেছিলেন। বীরগাথাকে তিনি প্রেম-কথায়, নারায়ণকে শ্যামরূপে পরিণত করেছেন। বাংলা মহাভারতের ইতিহাসে বাঙালিয়ানার ঐতিহ্যারোপ কাশীরাম দাসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান।

কাশীরাম দাসের 'ভারত পাঁচালী' মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। মূলের ভাবটি বজায় রেখে কাহিনির স্বচ্ছন্দ বিবরণের দিকেই তাঁর অধিকতর আকর্ষণ ছিল। এই কাব্যের ভাষা যথেষ্ট সহজ ও সরল। যেমন,---

"সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন।

সহস্র মুকুট মণি কিরীট ভূষণ।।"

RITA DEY

কাশীরাম দাস তাঁর এই কাব্যে নীতি ও তত্ত্ব কথার দিকটি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

কাশীরাম দাস তাঁর 'ভারত পাঁচালীর' জন্য মধ্যযুগে এবং আধুনিককালে একচ্ছত্র গৌরব লাভ করেছেন।

কৃত্তিবাস—(চৈতন্য পূর্ববর্তী)—রামায়ণের অনুবাদে কৃত্তিবাস ওঝা মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ-ধারার প্রথম কবি। পশ্চিমবঙ্গের ফুলিয়া গ্রামে তাঁদের পূর্বপুরুষের বাস ছিল। তাঁর পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে তাঁর জন্ম হয়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে। কাব্যের বহুস্থলে কবি মূল কাহিনিকে সঙ্কুচিত করেছেন। তাঁর বর্ণিত অনেক কাহিনি উপভোগ্যও বটে। দশরথ কর্তৃক সিন্ধু বধ, রামের নির্বাসন, ভরত মলিন, সীতার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি ঘটনাতে স্নিগ্ধ জীবনাদর্শের প্রতিফলন কবি কৃত্তিবাসকে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের মর্যাদা দান করেছে।

চরিত্র সৃষ্টিতেও কৃত্তিবাস যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রামচন্দ্র প্রেমের দেবতা, ভক্তপ্রবণ ও অশ্রসজল আবেগ ব্যাকুল, লক্ষ্মণ সুভ্রাতা ও ভক্তিনত দেবর, সীতা সর্বংসহা বঙ্গবধূর দশায় কোমলতার মূর্তি। রাক্ষস রাবণ একাধারে বর্বর ; অন্যদিকে প্রচ্ছন্ন ভক্তির গঙ্গোত্রী ধারায় নিত্য অভিস্নাত। এই কাব্যে মহাকাব্যে গগনস্পর্শী আদর্শ অপেক্ষা পরিচিত জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কোমলতা প্রতিফলিত হয়েছে। এই কাব্যের ভাষা যথেষ্ট সহজ ও সরল। যেমন,--

"দশমুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে।

RITA DEY

কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।।”

সৈয়দ আলাওল--- (চৈতন্য পরবর্তী) সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে যে মানব-রস-সমৃদ্ধ কাব্যধারার উদ্ভব হয় আলাওল তার অন্যতম বিশিষ্ট কবি। বর্তমান বাংলাদেশের জালালপুরে কবির জন্ম হয়। অকালে জলদস্যু কর্তৃক পিতার মৃত্যু ঘটলে তিনি আরাকানে নীত হন। সেখানে তিনি অশ্বারোহী সৈনিকের চাকরি করেন। এখানেই মাগন ঠাকুরের নির্দেশে তিনি মুহম্মদ জায়সীর হিন্দী ‘পদুমাবৎ’ কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর বিষয়ে এভাবে বলা যায়।----

ক্রমিক নং	অনুবাদ গ্রন্থের নাম	মূল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম	কার নির্দেশে	মূল গ্রন্থের ভাষা
১	পদ্মাবতী	পদুমাবৎ (মুহম্মদ জায়সীর)	মাগন ঠাকুরের	অবধী হিন্দী
২	সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল	আলফা-লায়লা বা আরব্য রজনীর কাহিনি অনুসরণে	মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আরম্ভ করেন এবং	

RITA DEY

			সমাপ্ত করেন সৈয়দ মুহম্মদের নির্দেশে	
৩	হপ্তপয়কর	হফত পয়কর (সমরকন্দের)	শ্রীচন্দ্রসুধর্মার সমরসচিব সৈয়দ মুহম্মদের নির্দেশে	ফারসী
৪	তোহফা	ইসলামী স্মৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ		
৫	সেকেন্দারনামা	নিজামী		ফারসী

পদ্মাবতী-- 'পদ্মাবতী'র কাহিনি নেওয়া হয়েছে আলাউদ্দীন-পদ্মিনীর ইতিহাস সূত্র থেকে।

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল—'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' কাব্যের নায়ক সয়ফুলমুলুক এবং নায়িকা বদিউজ্জমাল। একজন মিশরের বাদশাহের পুত্র, অপরজন বোস্তনের পরীরাজ্যের রাজকন্যা। এদের প্রেম যেন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে মেলবন্ধন।

হপ্তপয়কর – 'হপ্তপয়কর' কাব্যটি আরবের রাজকুমারের শৌর্য বীর্যের গল্প।

তোহফা- 'তোহফা' বিশুদ্ধ নীতিমূলক কাব্য।

সেকেন্দারনামা—'সেকেন্দারনামা' নিজামীর ফারসী কাব্যের অনুবাদ।

RITA DEY

এছাড়াও তিনি দৌলত কাজীর অসমাপ্ত 'লোর-চন্দ্রানী' কাব্য সমাপ্ত করেন এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিছু কিছু পদ রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের ভাষাও যথেষ্ট সহজ এবং সরল। উদাহরণ স্বরূপে আমরা তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যের কয়েকটি পঙক্তি তুলে ধরছি। ---

"প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।

ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ।।"

বিজয়গুপ্ত--- (চৈতন্য সমসাময়িক) বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত। মনসামঙ্গলের কাহিনিটি প্রথম যুগের যে কবিদের চেষ্টায় অনেকটা শিল্পধন্য রূপ লাভ করেছিল, তাঁদের মধ্যে বিজয়গুপ্তের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাঁর হাতে মনসামঙ্গলের (আনুমানিক ১৪৯৪) স্বর্গখণ্ড ও ধন্বন্তরী পালা বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর রচনায় চাঁদ-মনসা সংঘাতের কেন্দ্রে মূল কাহিনিটি আবর্তিত হয়েছে।

বিজয়গুপ্তের চাঁদ বলিষ্ঠ পৌরুষে উজ্জ্বল। কবি মধ্যযুগের পরিবেশে অনন্য সাধারণ হয়ে উঠেছেন মনসাচরিত্র পরিকল্পনায় এবং কৌতুকরস সৃষ্টিতে। তিনি তাঁর মনসা চরিত্রের ক্রমবিকাশে মনস্তত্ত্বসম্মত চিত্র এঁকেছেন। মনসার একমাত্র লক্ষ মর্ত্য লোকে তাঁর পূজা প্রচার। মঙ্গলকাব্যের দেব দেবীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদী। সর্বনাশবর্ষণে তিনি দ্বিধাহীন। ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে তিনি তাঁর লক্ষ্যসাধনে এগিয়েছেন।

বিজয়গুপ্তের শিব শিথিলচরিত্র দরিদ্র গৃহস্থ। অল্প প্রশংসায় গলে যান আবার সামান্য ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাণ্ডব বাধিয়ে দেন। শিবচরিত্র অঙ্কনে বিজয়গুপ্ত অনেক

PITADEY

ক্ষেত্রে কৌতুকের আশ্রয় নিয়েছেন। শুধুমাত্র কৌতুক রস সৃজনেই নয় ভাষা ও ছন্দের ব্যবহারেও তিনি যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,---

"প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।

সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।।"

--- এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় বিজয়গুপ্ত একজন শ্রেষ্ঠ কবি।

.....

RITA DEY